দৈনিক সংবাদ

146

তারিখ 25 JUL 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

ছাত্রী মিছিলে হামলা

সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার ছাত্র ধর্মঘট

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ছাত্রী মিছিলে হামলার বিচার সম্পর্কিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করেছে।

সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (হা-অ) গতকাল মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রনেতা গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রী মিছিলে হামলা ও কনক হত্যার বিচারকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, সরকার ও ডাকসু ত্রিপক্ষীয় ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রী মিছিলে হামলা

(১ম পাতার পর)

নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রী মিছিলে হামলার জন্য যে ছাত্রদল দায়ী একথা কারো অজানা নয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার ষড়যন্ত্র হিসেবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের কথা বলেছে।

একই দাবীতে ৯টি ছাত্র সংগঠন আয়োজিত ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলশেষে সমাবেশে ছাত্রনেতা শফি আহমেদ ও সিরাজুম মুনির বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রী মিছিলে হামলাকারীদের বিচারের জন্যে বিভিন্ন সময় দাবী জানানোর পরও এ ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না করে বিচারের নামে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নেয়া হয়।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করে ছাত্রী মিছিলে হামলার সাথে জড়িতদের বিচার দাবী করেন।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ দুজা এক বিবৃতিতে বলেছেন, সুদীর্ঘ দেড় বছর পর প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত ছাত্রী মিছিলে হামলাকারীদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা মোটেই বোধগম্য নয়। বিবৃতিতে অবিলম্বে ছাত্রী মিছিলে হামলার তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশের দাবী জানানো হয়।

একই দাবীতে জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু ও সাধারণ সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন এবং ছাত্রলীগের (রে-মো) সভাপতি রেজাউল করিম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশারফ হোসেন বিবৃতি প্রদান করেন।